"শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি"

খুলনা সিটি কর্পোরেশন
খুলনা

৩০/০৪/২০২৩ খ্রিঃ তারিখ রবিবার বেলা ১১-০০ ঘটিকায় খুলনা সিটি কর্পোরেশনের "শহীদ আলতাফ মিলনায়তনে" **মাননীয় মেয়র জনাব তালুকদার আব্দুল খালেক মহোদয়** এঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ১৯তম সাধারণ সভার কার্যবিবরণীঃ

সভায় উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে) :

১. জনাব শেখ আব্দুর রাজ্জাক
২. জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম
৩. জনাব মোঃ আব্দুস সালাম
৪. জনাব মোঃ কবির হোসেন কবু মোল্যা
৫. জনাব শেখ মোহাম্মাদ আলী
৬. জনাব শেখ শামসুদ্দিন আহম্মেদ
৭. জনাব মোঃ সুলতান মাহামুদ
৮. জনাব মোঃ ডালিম হাওলাদার
৯. জনাব এম ডি মাহফুজুর রহমান লিটন
১০. জনাব কাজী তালাত হোসেন
১১. জনাব মুনশী আঃ ওদুদ
১২. জনাব মোঃ মুনিরুজ্জামান
১৩. জনাব এস.এম খুরশিদ আহম্মেদ
১৪. জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম (মুন্না)
১৫. জনাব শেখ হাফিজুর রহমান হাফিজ
১৬. জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান
১৭. জনাব আশফাকুর রহমান (কাকন)
১৮. জনাব শেখ মোঃ গাউসুল আজম
১৯. জনাব মোঃ শামসুজ্জামান মিয়া স্বপন
২০. জনাব কাজী আবুল কালাম আজাদ বিকু
২১. জনাব আলহাজ্ব ইমাম হাসান চৌধুরী ময়না
২২. জনাব মোঃ আলী আকবর
২৩. জনাব মোঃ গোলাম মাওলা শানু
২৪. জনাব জেড,এ মাহমুদ
২৫. জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম
২৬. জনাব এস এম মোজাফফর রশিদী রেজা
২৭. জনাব মোঃ আরিফ হোসেন

সভায় উপস্থিত সংরক্ষিত আসনের সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে) :

১. জনাব মনিরা আক্তার
২. জনাব সাহিদা বেগম
৩. জনাব রহিমা আক্তার হেনা
৪. জনাব পারভীন আক্তার
৫. জনাব এ্যাডঃ মেমরী সুফিয়া রহমান শুনু
৬. জনাব শেখ আমেনা হালিম বেবী
৭. জনাব মাহমুদা বেগম
৮. জনাব কনিকা সাহা
৯. জনাব মাজেদা খাতুন
১০. মিসেস রেকসনা কালাম লিলি

সভায় উপস্থিত সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দঃ

১. বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা এর পক্ষে।
২. মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার, খুলনা এর পক্ষে।
৩. মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোং লিঃ, খুলনা এর পক্ষে।
৪. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, খুলনা এর পক্ষে।
৫. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা এর পক্ষে।
৬. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা এর পক্ষে নির্বাহী প্রকৌশলী।
৭. চেয়ারম্যান, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা।
৮. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, খুলনা ওয়াসা, খুলনা।
৯. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওজোপাডিকো লিঃ, খুলনা।
১০. নির্বাহী প্রকৌশলী, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা।
১১. প্রতিনিধি, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটারিয়ান (র‍্যাব)-৬, খুলনা এর পক্ষে।

সভার শুরুতে **মাননীয় মেয়র মহোদয়** উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ, সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ, কেসিসি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সচিব, কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দকে সালাম ও স্বাগত জানান। অত:পর মাননীয় মেয়র মহোদয়ের নির্দেশনায় ক্বারী মোঃ রফিকুল ইসলাম পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন। এ পর্যায়ে তিনি সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম শুরু করার জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব) জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম-কে অনুরোধ জানালে তিনি সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

আলোচ্যসূচি	আলোচনা
১। গত ২৯/০১/২০২৩ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত ১৮তম সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পঠন ও নিশ্চিতকরণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** গত ২৯/০১/২০২৩খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত ১৮তম সাধারণ সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন এবং বলেন, আলোচ্যসূচি-১ এ ১৮তম সাধারণ সভার কার্যবিবরণী সকলের সামনে বোর্ডে দেয়া হয়েছে। উক্ত কার্যবিবরণীতে যদি কোন সংযোজন বা বিয়োজন থাকে অথবা কোথাও কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিমার্জন থাকে, তবে তা বলার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। **জনাব শেখ হাফিজুর রহমান হাফিজ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৭, কেসিসি** বলেন, ১৮তম সাধারণ সভার কার্যবিবরণীতে ৩নং পৃষ্ঠায় মেয়র মহোদয়ের স্বাগত বক্তব্যে বলা হয়েছিল ২০১৩ সালে রূপসা স্ট্র্যান্ড রোড উন্নয়ন করার জন্য একনেকে ৯৯ কোটি টাকা পাশ হয়। রাস্তার জায়গায় ঘর-দুয়ার ভেঙ্গে দেয়া হয়েছিল তবুও রাস্তাটি ঐ সময় হয়নি। পরবর্তী পর্যায়ে ২য় বার বরাদ্দ বাড়িয়ে ৯৯ কোটি টাকার স্থলে ১২৬ কোটি টাকা একনেকে পাশ হয়। তার পরেও রাস্তাটির কাজ হয়নি। পরে এ প্রকল্প খাতে ৩য় বার একনেকে ২৫৯ কোটি টাকা পাশ হয়। এক রাস্তা তিনবার একনেকে পাশ করার কারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দু:খ প্রকাশ করেছেন। সামনে নির্বাচন এবং মানুষ বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা থেকে এ রাস্তা দিয়ে খুলনায় যাতে আসতে পারে সেজন্য ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মাসের মধ্যে অবশ্যই মানুষ চলাচল করার উপযোগী করতে হবে। উক্ত রাস্তাটি চলাচলের উপযোগী হয়েছে কিনা তা মাননীয় মেয়র মহোদয়ের মাধ্যমে কেডিএ'র চেয়ারম্যান মহোদয়ের নিকট তিনি জানতে চান। এছাড়া তিনি আরো বলেন, ১৮তম সাধারণ সভার কার্যবিবরণীর ৪নং আলোচ্য সূচির বিষয়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গ্যারেজ নির্মাণের জন্য বটিয়াঘাটা খোলাবাড়িয়া মৌজায় একোয়ারের জন্য প্রস্তাবিত ১০ একর জমি এবং ৭টি এসটিএস নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ হয়েছে। উক্ত জমি ফেব্রুয়ারি ২০২৩ এর মধ্যে দখল পাওয়া যাবে। ১০ একর জমির মধ্যে দুইটি খালের মধ্যে একটি খাল মোঃ আলাউদ্দিন হাওলাদারের নামে জেলা প্রশাসন কর্তৃক বন্দোবস্ত দিয়ে তার নামে নাম পত্তন করে দেয়া হয়েছে। ঐ দুইটি খাল প্রবাহমান থাকবে বলে বন্দোবস্ত বাতিল করার সুপারিশ করা হয়েছে এবং রাজবাঁধের ৩০ একর জমি পেতে তিন মাস সময় লাগবে। এ বিষয়ে তিন মাসের মধ্যে কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে কি না মেয়র মহোদয়ের নিকট জানতে চান।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
চেয়ারম্যান, কেডিএ বলেন, শহরবাসী মনে করে আমরা একটা প্রতিষ্ঠানকে আরেকটি প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে দাঁড় করিয়ে দেই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় কেডিএ একটা রাস্তা করেছিল বাস্তহারা থেকে সিটি বাইপাস রোড পর্যন্ত। এ রাস্তাটি কেডিএ নির্মাণ শেষ করে ২৮ মার্চ ২০১০ সালে এলজিইডিকে হ্যান্ডওভার করেছিল। ১৩ বছর গত হয়ে গেছে কিন্তু এ রাস্তাটি এলজিইডি মেরামত না করার কারণে নগরবাসীর ভোগান্তি হয়েছে। তৎকালীন চেয়ারম্যানেরও দায়-দায়িত্ব এসে পড়ে। কোন প্রতিষ্ঠানের প্রধানের গাফিলতির জন্য এটা দায়ী, কোন প্রতিষ্ঠান দায়ী নহে। নগরীর উন্নয়নে মেয়র মহোদয় সমন্বয়ের জন্য বিধি অনুযায়ী সভায় আমাদেরকে ডাকতে পারেন এবং সভায় আলোচনা হলে সমন্বিত উন্নয়নের পথ সহজ হয়। খুলনার উন্নয়নে স্থানীয় সরকার বিভাগের যে সব প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলোর লোকাল গার্ডিয়ান হলো মেয়র মহোদয়। যে কোন বিষয়ে তিনি পরামর্শ দিতে পারেন এবং তাঁর কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে খুলনার উন্নয়নে সকলেই কাজ করা উচিত বলে তিনি মনে করেন। উক্ত রাস্তার বিষয়ে মেয়র মহোদয়ের সাথে গত এক মাসে একাধিকবার আলাপ হয়েছে এবং মূল ঠিকাদারের সাথে একাধিকবার বসা হয়েছে। প্রত্যেক মাসে এ বিষয়টি নিয়ে সভায় আলোচনা হয়। মেয়র মহোদয়, এমপি মহোদয় এবং কেডিএ ঠিকাদারকে চাপে রেখেছে এবং নির্দিষ্ট সময়ে কাজটি সম্পন্ন করার আপ্রাণ চেষ্টা চলছে। জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতার কারণে উক্ত প্রকল্পের কাজ করতে বিলম্ব হয়েছে। এখন টাকা পেলে রাস্তাটির কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা হবে মর্মে তিনি অত্র সভায় সকলকে আশ্বস্ত করেন। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** বলেন, শিপইয়ার্ডের কারণে উক্ত রাস্তার কাজ বিলম্ব হয়। তারা মনে করেছিল বর্তমান রেট অনুযায়ী টাকা পাবে। সেই সময় যে রেট ধরা ছিল সেই রেট অনুযায়ী জমি অধিগ্রহণ করা হয়। কিন্তু ঐ রেটে তারা জমি দিতে রাজি ছিল না। পরবর্তীতে তাঁর উপস্থিতিতে কেডিএ এবং জেলা প্রশাসকের বৈঠকের প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত হলো সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় যে সিদ্ধান্ত দিবে সেই অনুযায়ী শিপইয়ার্ডের জমি অধিগ্রহণ করা হবে। তার প্রেক্ষিতে জমি অধিগ্রহণসহ অন্যান্য কাজ চলমান আছে। জমি অধিগ্রহণ এখন খুব কষ্ট। এসটিএস নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণে যে সব জায়গায় পতাকা দেয়া হয়েছে সবগুলোর বিষয়ে অভিযোগ আছে। তাই যে সব জায়গা ফ্রি পাওয়া গেছে সেগুলো ছাড়া এই মুহূর্তে কোন জায়গায় এসটিএস নির্মাণের কার্যক্রম হবে না। নির্বাচনের পর এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। অত্র কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় মাননীয় মেয়র মহোদয় এবং উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ তা নিশ্চিত করার অভিমত ব্যক্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে গত ২৯/০১/২০২৩ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত ১৮তম সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসনিক বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
২। আওয়ামীলীগের জাতীয় কমিটির সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা এ্যাড. চিশতী সোহরাব হোসেনের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গ্রহণ।	**মাননীয় মেয়র মহোদয় (১)** বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের জাতীয় কমিটির সদস্য ও খুলনা মহানগর আওয়ামীলীগের নির্বাহী সদস্য মুক্তিযোদ্ধা এ্যাড. চিশতী সোহরাব হোসেন শিকদার এর মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গ্রহণের অভিমত ব্যক্ত করেন। এছাড়া (২) হাজী ফয়েজ উদ্দীন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক খালিশপুর থানা আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি এবং বর্তমান মহানগর আওয়ামীলীগের উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম সদস্য শেখ অহিদুর রহমান (জিন্নাহ মাষ্টার) এবং (৩) বনফুল এনজিও'র সাথে সংশ্লিষ্ট খুলনার উন্নয়নমূলক কাজের এবং ক্রিড়া অঙ্গনের অগ্রপথিক নারী ব্যক্তিত্ব জনাব জাকিয়া আক্তার মৃত্যুবরণ করায় তাদের নাম শোক প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত করে বর্ণিত তিন জনের শোক প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ জানান। সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দসহ উপস্থিত সকলেই উক্ত তিন জনের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গ্রহণে একমত পোষণ করেন	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে আওয়ামীলীগের জাতীয় কমিটির সদস্য, খুলনা মহানগর আওয়ামীলীগের নির্বাহী সদস্য, জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, খুলনা নাট্য নিকেতনের সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা (১) এ্যাড. চিশতী সোহরাব হোসেন শিকদার (২) হাজী ফয়েজ উদ্দীন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক, খালিশপুর থানা আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি এবং বর্তমান মহানগর আওয়ামীলীগের উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম সদস্য শেখ অহিদুর রহমান (জিন্নাহ মাষ্টার) এবং (৩) বনফুল এনজিও'র সাথে সংশ্লিষ্ট খুলনা উন্নয়নমূলক কাজের এবং ক্রিড়া অঙ্গনের অগ্রপথিক নারী ব্যক্তিত্ব জনাব জাকিয়া আক্তার মৃত্যুবরণ করায় তাদের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৩। গত ১২/০৩/২০২৩ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** কেসিসি গত ১২/০৩/২০২৩ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা সভায় উপস্থাপন পূর্বক অনুমোদনের অনুরোধ জানান। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** এবং উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বর্ণিত ব্যয়িত অর্থ (অতিরিক্ত খরচসহ) অনুমোদনে এবং সমন্বয়ের জন্য একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে গত ১২/০৩/২০২৩ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা প্রসঙ্গে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ ১। (ক) ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষ্যে গ্রহণকৃত কর্মসূচি পালনে ব্যয়কৃত সর্বমোট ৩,২৯,৪০৭/-(তিনলক্ষ উনত্রিশ হাজার চারশত সাত) টাকার মধ্যে হতে ভ্যাট ও উৎসকর বাবদ (২৩,১০৭+১,২০০)=২৪,৩০৭/-(চব্বিশ হাজার তিনশত সাত) টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান পূর্বক ৩,০৫,১০০/-(তিন লক্ষ পাঁচ হাজার একশত) টাকা শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অফিসার জনাব এস,কে,এম তাছাদুজ্জামান এর নামে অগ্রিম প্রদানকৃত ব্যয় অনুমোদন এবং ভাউচার সমন্বয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	হিসাব বিভাগ এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক শাখা
		(খ) এছাড়া কেক ক্রয় ও আপ্যায়ন বাবদ অতিরিক্ত ১৪,১৫০/-টাকা এবং ভ্যাট বাবদ ৯৩৬/-টাকাসহ সর্বমোট ১৫০৮৬/-টাকা ব্যয় অনুমোদন ও ভাউচার সমন্বয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	হিসাব বিভাগ এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক শাখা
		(২) ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ প্রসঙ্গে স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশনার সাথে সমন্বয় রেখে গ্রহণকৃত কর্মসূচি পালন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৪। গত ১৩/০২/২০২৩ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** গত ১৩/০২/২০২৩ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা সভায় উপস্থাপন পূর্বক অনুমোদনের অনুরোধ জানান। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** এবং উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বর্ণিত ব্যয়িত অর্থ (অতিরিক্ত ব্যয়সহ) অনুমোদন এবং সমন্বয়ের জন্য একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে গত ১৩/০২/২০২৩ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা প্রসঙ্গে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: ১। (ক) ২১ শে ফেব্রুয়ারি মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৩ উপলক্ষ্যে গ্রহণকৃত কর্মসূচি পালনে ব্যয়কৃত সর্বমোট (২,৯৯,০৫০+১,২০০+২১,৮৪১)=৩,২২,০৯১/-(তিনলক্ষ বাইশ হাজার একানব্বই) টাকার মধ্য হতে ভ্যাট বাবদ ২১,৮৪১/-টাকা এবং উৎস কর বাবদ ১,২০০/-টাকা মোট (২১,৮৪১+১,২০০)=২৩,০৪১/-টাকা বিধি মোতাবেক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান পূর্বক ২,৯৯,০৫০/-(দুইলক্ষ নিরানব্বই হাজার পঞ্চাশ) টাকা শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অফিসার জনাব এস,কে,এম তাছাদুজ্জামান এর নামে অগ্রিম প্রদানকৃত ব্যয় অনুমোদন এবং ভাউচার সমন্বয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (খ) এছাড়া ৮০ খানা বই বেশি ক্রয় বাবদ অতিরিক্ত ৮,৮০০/-টাকা ও ভ্যাট বাবদ ৬৬০/-সহ সর্বমোট ৯.৪৬০/-টাকা ব্যয় অনুমোদন এবং ভাউচার সমন্বয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	হিসাব বিভাগ এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৫। খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বিদ্যমান (১) ১নং কাষ্টমঘাট খেয়াঘাট (২) কালিবাড়ী খেয়াঘাট (৩) দৌলতপুর বার্মাসেল খেয়াঘাট (৪) দৌলতপুর পুরাতন ষ্টীমারঘাট খেয়াঘাট (৫) দৌলতপুর বাজার খেয়াঘাট (৬) দৌলতপুর মহেশ্বরপাশা (নগরঘাট/রেলিগেট) খেয়াঘাট ও (৭) ভট্টচার্য-শোলপুর-চন্দনীমহল (হার্ডবোর্ড মিলস গেট) খেয়াঘাট কেসিসি'র ব্যবস্থাপনায় পরিচালনা প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**মাননীয় মেয়র মহোদয়** খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বিদ্যমান (১) ১নং কাষ্টমঘাট খেয়াঘাট (২) কালিবাড়ী খেয়াঘাট (৩) দৌলতপুর বার্মাসেল খেয়াঘাট (৪) দৌলতপুর পুরাতন ষ্টীমারঘাট খেয়াঘাট (৫) দৌলতপুর বাজার খেয়াঘাট (৬) দৌলতপুর মহেশ্বরপাশা (নগরঘাট/রেলিগেট) খেয়াঘাট ও (৭) ভট্টচার্য-শোলপুর-চন্দনীমহল (হার্ডবোর্ড মিলস গেট) খেয়াঘাট কেসিসি'র ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং বলেন, উল্লিখিত ঘাটগুলো ইজারা প্রদানের জন্য কেসিসি থেকে টেন্ডার দেয়া হয়। হঠাৎ করে দেখা যায় দীর্ঘদিন ধরে কেসিসি কর্তৃক পরিচালিত রূপসা ঘাট জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে ইজারা প্রদানের জন্য টেন্ডার দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ গেজেট ২০০৯ এর আইনে বলা আছে (পৃষ্ঠা নম্বর-৬৯৭০) "খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সীমানা পূর্ব দক্ষিণ সীমা হবে দূবি মৌজা জেএল নং-৮৭ হইয়া রূপসা নদীর মধ্যস্রোতের সাংযোগ স্থল পর্যন্ত" অর্থাৎ রূপসা নদীর অর্ধেক সিটি কর্পোরেশনের অংশ হবে। উক্ত গেজেটে আরো বলা আছে (পৃষ্ঠা নম্বর-৬৯৭৮, ধারা ৯.২) "সরকার কোন জলাধারের অংশ বিশেষকে সাধারণ খেয়া পারাপার হিসেবে ঘোষণা করিয়া উহার ব্যবস্থাপনা কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ত করিতে পারিবে। কর্পোরেশন উক্ত খেয়া পরিচালনা করিবে এবং এবং ব্যবহারের জন্য টোল আদায় করিবে"। অথচ জেলা পরিষদ রূপসা ঘাটের ইজারা দেয়ার জন্য টেন্ডার দিয়েছে। কেসিসি এলাকায় বিদ্যমান ঘাটগুলো যাতে বেদখল না হয় এবং সিটি কর্পোরেশন যাতে রাজস্ব না হারায় সেজন্য বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়ের নিকট জানালে তিনি কেসিসিকে রূপসা ঘাটের টোল আদায় কাজ চালিয়ে যেতে বলেছেন। কেসিসি থেকে স্থানীয় সরকার বিভাগে এ বিষয়ে পত্র দেয়া হয়েছে এবং তারাও এ বিষয়ে একটা পত্র দিয়েছে। জেলা পরিষদের সাথে ও অন্যান্যদের সাথে ঘাট সংক্রান্তে যে সব জটিলতা রয়েছে তার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কেসিসি আপাতত: পূর্বের ন্যায় নিজস্ব অবস্থানে থাকবে, পরবর্তীতে এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা মহোদয়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে রূপসা খেয়াঘাট খুলনা সিটি কর্পোরেশন পরিচালনা করবে এবং কেসিসি এলাকায় বিদ্যমান অন্যান্য খেয়াঘাটসমূহের মধ্যে পূর্বে যে ঘাটগুলো কেসিসি পরিচালনা করতো আপাতত: পূর্বের ন্যায় সে ঘাটগুলো কেসিসি পরিচালনা করবে এবং যে ঘাটগুলো জেলা পরিষদ পরিচালনা করতো সে ঘাটগুলো জেলা পরিষদ পরিচালনা করবে। এ সংক্রান্তে পরবর্তীতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	রাজস্ব বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৬। খুলনা সিটি কর্পোরেশনে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে Shanghai SUS Environment Co. Ltd ও Guardian Network এর প্রদত্ত প্রকল্প প্রস্তাব বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** খুলনা সিটি কর্পোরেশনে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে Shanghai SUS Environment Co. Ltd ও Guardian Network এর প্রদত্ত প্রকল্প প্রস্তাব সম্পর্কে সভায় উপস্থাপন করেন এবং এ বিষয়ে বিস্তারিত বলার জন্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সভাপতি ও ১৩নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব এস.এম খুরশিদ আহম্মেদ-কে অনুরোধ জানান। **জনাব এস.এম খুরশিদ আহম্মেদ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৩** বলেন, খুলনা সিটি কর্পোরেশনে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ পর্যালোচনা বিষয়ক গত ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলন কক্ষে মন্ত্রণালয় পর্যায় গঠিত কমিটির আহবায়ক ও অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন) মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। Shanghai SUS Environment Co. Ltd ও Guardian Network কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের সারসংক্ষেপ হলো প্লান্ট স্থাপনের জন্য ১৯ থেকে ২২ একর জমি লীজ নিবে। প্লান্টের জন্য কেসিসি ৪০০ মে. টন বর্জ্য সরবরাহ করবে এবং বাকি ২০০ থেকে ৪০০ মে. টন Shanghai SUS Environment Co. Ltd কেসিসিকে ইকুইপমেন্টসহ পূর্ণ সহযোগিতা করবে। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** বলেন, Shanghai SUS Environment Co. Ltd সরকারের মাধ্যমে কেসিসিতে আমাদের সাথে বৈঠক করে এবং বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে প্রকল্প প্রস্তাব পেশ করে। তার প্রেক্ষিতে রাজবাঁধে ২০ একর জমির উপর ২০ বছরের জন্য লীজ প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সেখানে তারা বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে। ২০ বছর যাবৎ তারা আমাদের লীজের টাকা প্রদান করবে এবং এই মেয়াদ শেষ হলে বিনা মূল্যে যন্ত্রপাতিসহ এই প্রকল্প কেসিসি'র অনুকূলে হস্তান্তর করবে। এ সভার অনুমোদন নিয়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করলে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন হবে।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খুলনা সিটি কর্পোরেশনে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে Shanghai SUS Environment Co. Ltd ও Guardian Network এর প্রদত্ত প্রকল্প প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য ২০ বছর মেয়াদে রাজবাঁধে কেসিসি'র ২০ একর জমি উক্ত প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের অনুকূলে লীজ প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন হবে এবং লীজের মেয়াদ শেষ হলে বিনা মূল্যে যন্ত্রপাতিসহ উক্ত প্রকল্প কেসিসি'র অনুকূলে হস্তান্তর করবে। এছাড়া বর্ণিত প্লান্টের জন্য কেসিসি দৈনিক ৪০০ মে. টন বর্জ্য সরবরাহ করবে। বাকি বর্জ্য নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রস্তাবিত কোম্পানী সংগ্রহ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	রাজস্ব বিভাগ ও কন: শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৭। ইসলামাবাদ কলেজিয়েট স্কুল, খুলনা কর্তৃক মন্ত্রণালয়ের একাডেমিক স্বীকৃতির শর্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠানের নামে জমি বরাদ্দ বা স্থায়ী লীজ প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**মাননীয় মেয়র মহোদয়** ইসলামাবাদ কলেজিয়েট স্কুল, খুলনা কর্তৃক মন্ত্রণালয়ের একাডেমিক স্বীকৃতির শর্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠানের নামে জমি বরাদ্দ বা স্থায়ী লীজ প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে সভায় উপস্থাপন করেন এবং বলেন, ইসলামাবাদ কলেজিয়েট স্কুল খুলনা সিটি কর্পোরেশনেরই একটি প্রতিষ্ঠান। নিজস্ব টাকা দিয়ে এ প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করা কঠিন ব্যাপার এবং এই স্কুলটি এমপিও ভূক্ত হবে। এমপিওভূক্ত করতে হলে মন্ত্রণালয়ের একাডেমিক স্বীকৃতির শর্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠানের নামে জমি বরাদ্দ বা স্থায়ী লীজ প্রদান করতে হবে। সে কারণে উক্ত প্রতিষ্ঠানের নামে জমি স্থায়ী লীজ দেয়া প্রয়োজন। অত্র সভায় তিনি এ বিষয়ে সকলের সম্মতি প্রদানের অনুরোধ জানান। উপস্থিত সকল সম্মানিত কাউন্সিলরগণ ইসলামাবাদ কলেজিয়েট স্কুলের নামে জমি স্থায়ী লীজ প্রদান করার জন্য একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে মন্ত্রণালয়ের একাডেমিক স্বীকৃতির শর্ত হিসেবে ইসলামাবাদ কলেজিয়েট স্কুলের নামে কেসিসি'র জমি স্থায়ী লীজ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	রাজস্ব বিভাগ এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক শাখা
৮। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা বিষয়ক স্থায়ী কমিটিতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি (সিভিল সার্জন এবং উপপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা)-কে অন্তর্ভুক্তকরণ প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা বিষয়ক স্থায়ী কমিটিতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি (সিভিল সার্জন এবং উপপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা)-কে অন্তর্ভুক্তকরণের বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** এবং উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরগণ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি (সিভিল সার্জন এবং উপপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা)-কে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা বিষয়ক স্থায়ী কমিটিতে অন্তর্ভুক্তকরণে একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা বিষয়ক স্থায়ী কমিটিতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি (সিভিল সার্জন এবং উপপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা)-কে অন্তর্ভুক্তকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসনিক বিভাগ এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৯। সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC) এর ৩য় সভা প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC) এর ৩য় সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করেন এবং এ বিষয়ে বিস্তারিত বলার জন্য কেসিসির সচিব-কে অনুরোধ জানান। **জনাব মোঃ আজমুল হক, সচিব (উপসচিব)** কেসিসি বলেন, গত ২৭/০৪/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে ডিজিটাল খুলনার অর্জনে আমার এগিয়ে গেছি। এখন খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সকল ওয়ার্ডে সকল নাগরিক তাদের হোল্ডিং ট্যাক্স অন লাইনে জমা দিতে পারছে। এখন এই সিস্টেমে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ওয়েব সাইটে একটা লিংক দেয়া আছে সেই লিংক এর মাধ্যমে অনলাইনে হোল্ডিং ট্যাক্স মানুষ জমা দিতে পারবে এবং জমা দানের প্রিন্ট কপি বের করে নিতে পারবে। বাংলাদেশের যতগুলো পেমেন্ট সিস্টেম আছে সবগুলো সিস্টেমের মাধ্যমে জনগণ বিল দিতে পারবে। অনলাইন সিস্টেমে বিল পেমেন্ট দিতে অভ্যস্ত না বিধায় ম্যানুয়ালী যে সিস্টেমটি ছিল সেটিও চালু থাকবে। তবে অন লাইনে পেমেন্ট অভ্যস্ত হয়ে গেলে এবং নির্বাচনের পর নতুন করে ফরমেট তৈরি হলে কার্যক্রম অবস্থা দেখে আস্তে আস্তে ম্যানুয়ালী সিস্টেমের বিলুপ্তি করা হবে। মাননীয় মেয়র মহোদয়ের নেতৃত্বে এটা একটা বড় কাজ অর্জিত হয়েছে। সিএলসিসির সভায় দাবী উঠেছিল ট্রেড লাইসেন্স ফিস্ অন লাইনের আওতায় আনার জন্য। তারই প্রেক্ষিতে ট্রেড লাইসেন্স ফিস্ অন লাইনে আনার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় নির্দেশনা দিয়েছেন। একটা মোবাইল এ্যাপস এর মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশনের সকল সেবাসহ হোল্ডিং ট্যাক্স, ট্রেড লাইসেন্সসহ সকল সেবা পাওয়া যাবে। এ প্রসঙ্গে এ্যাপস তৈরি করার জন্য খুব শীঘ্রই একটা বিজ্ঞাপন দেয়া হবে এবং তা সম্পন্ন করা হবে। অন লাইনে এই সেবা প্রদানের জন্য সকল প্রকার প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি সভাকে আরও অবহিত করেন যে, সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC)'র বিগত সভায় নাগরিক জরিপ হয়েছিল তার কপি সকল বিভাগীয় কর্মকর্তা, সম্মানিত কাউন্সিলর ও কমিটির সদস্যদের প্রেরণ করা প্রয়োজন। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** এবং উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC) এর ৩য় সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনে সহমত ব্যক্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে গত ২৭/০৪/২০২৩ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC) এর ৩য় সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং একই সাথে নাগরিক জরিপ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রেরণ করা যেতে পারে।	প্রশাসনিক বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১০। খুলনা সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রে ১৬নং ওয়ার্ডে বিশ্ব ইসলাম মিশন রোডে অবস্থিত সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বিশ্ব ইসলাম সুন্নি, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বকেয়া পৌরকর মওকুফ প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** খুলনা সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রে ১৬নং ওয়ার্ডে বিশ্ব ইসলাম মিশন রোডে অবস্থিত সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বিশ্ব ইসলাম সুন্নি, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বকেয়া পৌরকর মওকুফ এর বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** এবং উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরগণ উক্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বকেয়া পৌরকর মওকুফ করার বিষয়ে একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খুলনা সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রে ১৬নং ওয়ার্ডে বিশ্ব ইসলাম মিশন রোডে অবস্থিত সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বিশ্ব ইসলাম সুন্নি, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে অত্র প্রতিষ্ঠানের বকেয়া পৌরকর মওকুফের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	রাজস্ব বিভাগ
১১। পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর-২০২৩ উপলক্ষ্যে মহানগরীর ৩১টি ওয়ার্ডের গরীব, অসহায় ও ছিন্নমুল মানুষের মধ্যে বিতরণের জন্য ২২,৯৪০ পিচ প্রিন্ট শাড়ি ও ৮,১০০ পিচ সেলাই লুঙ্গি ক্রয় বাবদ ভ্যাট ও আয়করসহ ১,৩২,৫৬,৫০২.৪০(এক কোটি বত্রিশ লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার পাঁচশত দুই টাকা চল্লিশ পয়সা) টাকা সাধারণ তহবিলের মাধ্যমে ব্যয়ের অনুমোদন প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর-২০২৩ উপলক্ষ্যে মহানগরীর ৩১টি ওয়ার্ডের গরীব, অসহায় ও ছিন্নমুল মানুষের মধ্যে বিতরণের জন্য ২২,৯৪০ পিচ প্রিন্ট শাড়ি ও ৮,১০০ পিচ সেলাই লুঙ্গি ক্রয় বাবদ ভ্যাট ও আয়করসহ ১,৩২,৫৬,৫০২.৪০(এক কোটি বত্রিশ লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার পাঁচশত দুই টাকা চল্লিশ পয়সা) টাকা সাধারণ তহবিলের মাধ্যমে ব্যয় অনুমোদনের অনুরোধ জানান। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** এবং উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ বর্ণিত ব্যয়িত অর্থ অনুমোদন এবং সমন্বয়ের জন্য একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর-২০২৩ উপলক্ষ্যে মহানগরীর ৩১টি ওয়ার্ডের গরীব, অসহায় ও ছিন্নমুল মানুষের মধ্যে বিতরণের জন্য ২২,৯৪০ পিচ প্রিন্ট শাড়ি ও ৮,১০০ পিচ সেলাই লুঙ্গি ক্রয় বাবদ ভ্যাট ও আয়করসহ ১,৩২,৫৬,৫০২.৪০(এক কোটি বত্রিশ লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার পাঁচশত দুই টাকা চল্লিশ পয়সা) টাকা সাধারণ তহবিলের মাধ্যমে ব্যয় অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	হিসাব বিভাগ ও ভান্ডার শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১২। পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর-২০২৩ উপলক্ষ্যে কেসিসির ৫৩২ জন পুরুষ শ্রমিক ও ১৩৮ জন মহিলা শ্রমিকের রবারের জুতা, শাড়ী, বাটার স্যান্ডেল ক্রয় বাবদ ৩,০২,৭০০/-টাকা এবং ভ্যাট ও আয়কর বাবদ ৩১,৭৮৩.৫০টাকাসহ সর্বমোট ৩,৩৪,৪৮৩.৫০(তিনলক্ষ চৌত্রিশ হাজার চারশত তিরাশি টাকা পঞ্চাশ পয়সা) টাকা ব্যয় অনুমোদন এবং ভান্ডার শাখার সহকারী রফিকুল ইসলামের নামে অগ্রীম উত্তোলনকৃত উক্ত টাকা ভাউচারের মাধ্যমে সমন্বয় সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর-২০২৩ উপলক্ষ্যে কেসিসির ৫৩২ জন পুরুষ শ্রমিক ও ১৩৮ জন মহিলা শ্রমিকের রবারের জুতা, শাড়ী, বাটার স্যান্ডেল ক্রয় বাবদ ৩,০২,৭০০/-টাকা এবং ভ্যাট ও আয়কর বাবদ ৩১,৭৮৩.৫০টাকাসহ সর্বমোট ৩,৩৪,৪৮৩.৫০(তিনলক্ষ চৌত্রিশ হাজার চারশত তিরাশি টাকা পঞ্চাশ পয়সা) টাকা ব্যয় অনুমোদন এবং ভান্ডার শাখার সহকারী রফিকুল ইসলামের নামে অগ্রীম উত্তোলনকৃত উক্ত টাকা ভাউচারের মাধ্যমে সমন্বয়ের অনুরোধ জানান। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** এবং উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ বর্ণিত ব্যয়িত অর্থ অনুমোদন এবং সমন্বয়ের জন্য একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর-২০২৩ উপলক্ষ্যে কেসিসির ৫৩২ জন পুরুষ শ্রমিক ও ১৩৮ জন মহিলা শ্রমিকের রবারের জুতা, শাড়ী, বাটার স্যান্ডেল ক্রয় বাবদ ৩,০২,৭০০/-টাকা এবং ভ্যাট ও আয়কর বাবদ ৩১,৭৮৩.৫০টাকাসহ সর্বমোট ৩,৩৪,৪৮৩.৫০(তিনলক্ষ চৌত্রিশ হাজার চারশত তিরাশি টাকা পঞ্চাশ পয়সা) টাকা ব্যয় অনুমোদন এবং ভান্ডার শাখার সহকারী রফিকুল ইসলামের নামে অগ্রীম উত্তোলনকৃত উক্ত টাকা ভাউচারের মাধ্যমে সমন্বয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	হিসাব বিভাগ ও ভান্ডার শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১৩। বিবিধ-১	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** খুলনা সিটি কর্পোরেশন এবং নেদারল্যান্ডস ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন এসএনভি এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক সংক্রান্ত বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য চীফ প্লানিং অফিসার জনাব আবির-উল-জব্বার-কে অনুরোধ করেন। **জনাব আবির-উল-জব্বার, চীফ প্লানিং অফিসার,** কেসিসি বলেন, SNV "টেকসই নগর ভিত্তিক পানিচক্র" নামে নতুন একটি প্রজেক্ট নিয়ে এসেছে। বৃষ্টির পানি, ওয়েষ্ট পানি এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা থেকে রিজেক্টগুলো ইত্যাদি একটি সাইক্লিক অর্ডারের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানি করার প্রকল্প। এশিয়া ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (ADB) এর সহায়তায় খুলনা ওয়াসায় স্যানিটেশন মাষ্টারপ্লান চলছে। কেডিএ'র একটা মাষ্টার প্লান আছে, কেসিসি'র ওয়েষ্ট ম্যানেজমেন্ট মাষ্টার প্লান প্রক্রিয়াধীন আছে, আবার কেসিসি'র ড্রেনেজ মাষ্টার প্লানও আছে। সবগুলোকে একীভূত করে সরকারি জলাশয় নীতি অনুযায়ী একটা ইন্টিগ্রেটেড T.A প্রকল্প। এই T.A প্রকল্পের অধীনে সংগৃহিত তথ্য-উপাত্ত থেকে পরবর্তীতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুত করে একটা বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন হবে। বৃষ্টির পানি, জলাশয় সংরক্ষণ, ড্রেনেজ ব্যবস্থা, মানব বর্জ্য, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা থেকে রিজেক্ট সবগুলো মিলিয়ে একটা টিএ প্রকল্প নেদারল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন SNV এর সাথে MOU তৈরি করতে এ সভায় অনুমোদন প্রয়োজন। **জনাব শেখ হাফিজুর রহমান হাফিজ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৭ বলেন,** SNV ইতোপূর্বে কেসিসিতে বড় বড় স্বপ্ন দেখিয়ে চলে গেছে। তাই তিনি এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্ট বিষয়ে বিবিধতে অনুমোদন না দিয়ে আলাদা একটা বিশেষ সভার মাধ্যমে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রস্তাব করেন। সভা না করে 'পানি চক্র' বিষয়ে SNV'র সাথে সমঝোতা স্মারক চুক্তিপত্রে তিনি স্বাক্ষর না করারও অনুরোধ জানান। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** বলেন, বর্ণিত প্রকল্পে কেসিসি'র কোন অর্থ ব্যয় হচ্ছে না। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নতুন পরিষদ না আসা পর্যন্ত আর সভা অনুষ্ঠিত হবে না বিধায় কেসিসি উন্নয়নের স্বার্থে বিষয়টির অনুমোদন/সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা যেতে পারে।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খুলনা সিটি কর্পোরেশন এবং নেদারল্যান্ডস ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন এসএনভি এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর এবং বর্ণিত প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
বিবিধ-২	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী নির্ধারণে প্রবিধি প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রণালয় থেকে চিঠি এসেছে। National Urban Health Strategy 2020 এর আলোকে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন-২০০৯ অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশনসমূহে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী নির্ধারণে প্রবিধি প্রণয়ন করতে হবে এবং কর্পোরেশনের সাধারণ সভার মাধ্যমে তা প্রণীত হওয়া প্রয়োজন। যেহেতু বর্তমান পরিষদের মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে সেহেতু পরবর্তী সাধারণ সভা না হওয়া পর্যন্ত স্বাস্থ্য বিভাগের উক্ত স্থায়ী কমিটির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তিনি প্রশাসনিক বিভাগের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করার অনুরোধ জানান। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** স্বাস্থ্য বিভাগের উক্ত স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী নির্ধারণে সাধারণ সভার মাধ্যমে প্রবিধি প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত আপাতত: কেসিসি'র প্রশাসনিক বিভাগ উক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করবে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী নির্ধারণে সাধারণ সভার মাধ্যমে প্রবিধি প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত আপাতত: কেসিসি'র প্রশাসনিক বিভাগ উক্ত স্থায়ী কমিটির কার্যক্রম পরিচালনা করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসনিক বিভাগ এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক শাখা

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
মাননীয় মেয়র মহোদয় সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী বিধি মোতাবেক মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে "মা ও শিশু তহবিলের" আওতায় দরিদ্র, অসহায় গর্ভবতী মহিলাদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সম্মানিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরকে অনুরোধ জানান।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে " মা ও শিশু তহবিল" এর আওতায় গর্ভবতী মায়েদের মাসিক ৮০০/-(আটশত) টাকা হিসেবে ৩৬ মাস ব্যাপী সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে ওয়ার্ড কমিটির মাধ্যমে উপকারভোগী নির্বাচনে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ	প্রশাসনিক বিভাগ
	(১) অবশ্যই এলসি কার্ডধারী দরিদ্র, অসহায় ন্যূনতম চার থেকে ছয় মাসের গর্ভবতী এবং ২১ থেকে ৩৫ বছর বয়সী নারী হতে হবে।	প্রশাসনিক বিভাগ
	(২) সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড অফিসের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।	প্রশাসনিক বিভাগ
	(৩) আবেদনকারী সিটি কর্পোরেশন এলাকার অধিবাসী হতে হবে।	প্রশাসনিক বিভাগ
	(৪) নির্বাচিত উপকারভোগীর অবশ্যই নিজস্ব মোবাইল অথবা ব্যাংক একাউন্ট নম্বর থাকতে হবে।	প্রশাসনিক বিভাগ
	(৫) আবেদনকারীকে অবশ্যই প্রতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।	প্রশাসনিক বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা
বিবিধ-৪	**জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৮** মাননীয় মেয়র মহোদয়ের মাধ্যমে কেডিএ'র চেয়ারম্যান মহোদয়কে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, বাড়ি নির্মাণের জন্য কেডিএ থেকে প্লান পাশ করার ক্ষেত্রে রাস্তা প্রশস্তকরণে কিছু জায়গা ছেড়ে দেয়ার শর্তে স্ট্যাম্পে অঙ্গিকার নামা (সিটি কর্পোরেশন বরাবর) নেয়া হয়। প্লান ও নক্সা অনুযায়ী বাড়ী নির্মাণের সময় যখন লে-আউট দেয়া হয় তখন সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলরের উপস্থিতি অথবা তাকে সম্পৃক্ত করার প্রস্তাব করেন। **জনাব মোঃ আলী আকবর, মেয়র প্যানেলের সদস্য ও সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৫,** কেসিসি বলেন, ২০০৮ সালে কেডিএ'র সাথে কেসিসি'র একটা সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, ন্যূনতম ১২ ফুট চওড়া রাস্তা হলে প্লান পাশ করা হবে। কেডিএ তার নিজস্ব স্টাইলে চলে। তারা যখন প্লান অনুমোদন দেয়, তখন বাড়ির মালিকের সাথে কেডিএ'র অফিসারদের সম্পর্ক হয়। প্লান ও নক্সা থাকা সত্বেও বাড়ির স্লাব ড্রেনের উপর চলে আসে, এগুলো কেডিএ দেখভাল করে না। সর্বোপরি কেডিএ কেসিসি'র সাথে সমন্বয় করে কাজ করলে এ অবস্থা হতো না। খুলনা শহরকে বাসযোগ্য এবং সুন্দর নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে হলে তিনি কেসিসি'র সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করার অভিমত ব্যক্ত করেন। **জনাব এ্যাডঃ মেমরী সুফিয়া রহমান শুনু, মেয়র প্যানেলের সদস্য ও সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন নং-৫,** কেসিসি বলেন, কেডিএ থেকে বাড়ির প্লান পাশ করার ক্ষেত্রে বাড়ির মালিক যখন আবেদন করেন তখন প্রকৌশলী দিয়ে প্লান তৈরি করার সময় যদি সম্মানিত কাউন্সিলরের নিকট থেকে একটা প্রত্যয়ন আনার নিয়ম করা হয় তবে বিষয়টি বাড়িওয়ালা ও কাউন্সিলরের মধ্যে একটা লিংকেজ হয়। তাতে নক্সা অনুযায়ী সঠিক নিয়মে বাড়ি নির্মাণ হচ্ছে কিনা অথবা কোন বিষয়ে ব্যত্যয় ঘটাচ্ছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে কাউন্সিলরগণ কথা বলতে পারেন এবং তদারিক করতে পারেন। তাছাড়া আবেদনের সময় একটা অঙ্গিকার নামা লিখিত দিবে যে, নির্ধারিত নক্সার বাইরে কোন কাজ করবে না এবং সিটি কর্পোরেশনের ড্রেন/রাস্তার জায়গা ব্লক করবে না। এ বিষয়টি যদি নিয়ম নীতি হিসেবে গণ্য করা হয় তবে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে খুলনা নগরী একটি বাসযোগ্য ও সুন্দর নগরী হিসেবে উপহার দেয়ার জন্য প্রচেষ্টা সফল হবে বলে তিনি আশা পোষণ করেন। **জনাব জেড,এ মাহমুদ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৭** বলেন, প্লান ও নক্সা অনুযায়ী বাড়ি নির্মাণে অনিয়ম হলে কেডিএ-তে অভিযোগ দিলে সেখান থেকে বাড়িওয়ালাকে সম্মানিত কাউন্সিলরের সাথে মিউচ্যুয়াল করে লিখিত নিয়ে আসার পরামর্শ দেয়া হয়। তিনি এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয়ের মাধ্যমে কেডিএ চেয়ারম্যান মহোদয়কে অনুরোধ জানান। **জনাব শেখ মোঃ গাউসুল আজম, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২০,** কেসিসি বলেন, বাড়ী নির্মাণের ক্ষেত্রে বজ্র নিরোধক দন্ড স্থাপন করার বিধান রেখে প্লান পাশ করার প্রস্তাব করেন।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
চেয়ারম্যান, কেডিএ বলেন, খুলনা শহরে কেডিএ'র অনুমোদিত প্লান অনুযায়ী বাড়ি নির্মানের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে লে-আউট না হলে অথবা লে-আউটে কোন ভুলত্রুটি/সমস্যা থাকলে সম্মানিত কাউন্সিলরগণের অভিযোগের প্রেক্ষিতে কেডিএ'র অথরাইজড অফিসার তার স্পেশাল পাওয়ারে ম্যাজিস্ট্রেটকে সাথে নিয়ে নির্মাণ কাজ বন্ধ করার ব্যবস্থা নিতে পারেন মর্মে সভায় অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আরো বলেন, প্লান ও নক্সা অনুযায়ী লে-আউট দেয়ার সময় সংশ্লিষ্ট সম্মানিত কাউন্সিলরকে উপস্থিত রাখা বা সম্পৃক্ত করা, তাদের নিকট হতে প্রত্যয়ন গ্রহণ ও অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয়ে উদ্ভুত সমস্যা সমাধানে তিনি আরেকটি সভা আহবানের অনুরোধ জানান। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** বলেন, বিধি মোতাবেক প্লান ও নক্সা অনুযায়ী বাড়ির নির্মাণ কাজে লে-আউট সঠিক না হলে নির্বাচিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর কাজ বন্ধ করে দিতে পারে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: (১) খুলনা নগরীতে বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে অনুমোদিত প্লান ও নক্সা অনুযায়ী লে-আউট প্রদান করা না হলে অথবা লে-আউটে কোন সমস্যা থাকলে সংশ্লিষ্ট সম্মানিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর কেডিএ-তে অভিযোগ দাখিল এবং নির্মাণ কার্যক্রম বন্ধ করতে পারবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
বিবিধ-৫	**মাননীয় মেয়র মহোদয় বলেন,** খালিশপুরে কেসিসি'র লেক এবং ঈদগা এর পার্শ্বে খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের একটি রেষ্ট হাউজ আছে। উক্ত রেষ্ট হাউজের প্রয়োজনে কেএমপি কমিশনার তাঁর কাছে লেকের মধ্যে কিছু জায়গা (প্রায় দুই শতক) দাবী করেছেন। আর কেসিসি'র চাঁনমারী বাজারের কিছু অংশ রাস্তার উপরে এসে পড়েছে। দূর্ঘটনায় সেখানে ৬/৭ জন লোক মারা গেছে। বাম পাশের রাস্তা প্রশস্থ করার প্রয়োজনে সেখানে পুলিশ কমিশনারের কাছে জায়গার দাবী করেছিলাম কিন্তু সেই জায়গা তিনি দেন নাই। অপর দিকে খুলনা থানার মোড়ে জনস্বার্থে রাস্তা প্রশস্তকরণ একান্ত প্রয়োজন। ঐ দুই স্থানে খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের নিজস্ব জমি আছে। তাই খুলনার মানুষের চলাচলের সুবিধার্থে ও টার্নিং পয়েন্টে রাস্তা প্রশস্ত করা জরুরি। খালিশপুরস্থ কেসিসি'র লেক এর পার্শ্বের জায়গা (প্রায় দুই শতক) তাদের দেয়া হবে এবং চাঁনমারী বাজার ও খুলনা থানার মোড়ের জায়গা রাস্তা প্রশস্ত করণে জনস্বার্থে কেসিসি-কে দিবে এই বিনিময় হলে উক্ত জায়গা কেএমপিকে দিতে রাজী আছেন মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। **খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের প্রতিনিধি** বলেন, জনগণের স্বার্থে খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ খুলনার উন্নয়নে সমভাবে অংশীদার এবং জনগণের স্বার্থে সবসময় কাজ করে যাবে। তাই খালিশপুর লেক এর পার্শ্বে কেএমপি'র দাবীকৃত কেসিসি'র জায়গার বিনিময়ে খুলনা থানার মোড় ও চাঁনমারী বাজারস্থ কেএমপি'র জায়গার বিনিময়ের প্রস্তাবটি সাদরে গ্রহণ করে পুলিশ কমিশনার মহোদয়ের কাছে যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করবেন মর্মে তিনি সভাকে আশ্বস্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে জনগণের স্বার্থে রাস্তা প্রশস্ত করণে (১) খুলনা থানার মোড়ে 'খুলনা থানার জায়গা' (২) চাঁনমারী বাজারস্থ 'পুলিশ ফাঁড়ির জায়গা' কেসিসি'র নিকট হস্তান্তর করলে তার বিনিময়ে খালিশপুর লেক/ ঈদগাহ্ এর পার্শ্বস্থ কেসিসি'র জায়গা (প্রায় দুই শতক) কেএমপি বরাবর হস্তান্তর করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ ও রাজস্ব বিভাগ

অতঃপর সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সরকারি বিভিন্ন দপ্তর থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ এবং সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দসহ উপস্থিত সকলকে তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন পূর্বক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

নম্বর-৪৬.১৩.০০০০.০০৯.০৬.০০৮.২২-৫০৮

তারিখ- ৯ / ৫ /২০২৩খ্রিঃ

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলোঃ

১। মেয়র প্যানেলের সদস্য/সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড/সংরক্ষিত আসন নং-....., খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
২। সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড/সংরক্ষিত আসন নং-....., খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

তালুকদার আব্দুল খালেক
মেয়র
খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

নম্বর-৪৬.১৩.০০০০.০০৯.০৬.০০৮.২২-৫০৮ (৭)

তারিখ- ৯ / ৫ /২০২৩খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। .....
৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৪। বিভাগীয় প্রধান (সকল),খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৫। শাখা প্রধান (সকল),খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৬। সি.এ টু মেয়র, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৭। সংশ্লিষ্ট নথি।

তালুকদার আব্দুল খালেক
মেয়র
খুলনা সিটি কর্পোরেশন।